যুগান্তর

তারিখ 15 MAR 2021
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বাঁশের কেল্লার অ্যাডমিন ফাহাদের তথ্য

অর্ধশতাধিক পেইজ চালায় শিবিরের ৪০ পেইড সদস্য

যুগান্তর রিপোর্ট

ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রচার বিভাগের প্রধান সমন্বয়ক ও বাঁশের কেল্লার ফেসবুক পেইজের অ্যাডমিন ফাহাদকে জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি গোয়েন্দাদের বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে ছদ্মনামে বাঁশের কেল্লাসহ জামায়াত-শিবির নিয়ন্ত্রিত অর্ধশতাধিক ফেসবুক পেজের অ্যাডমিনিয়াল অ্যাডমিন হিসেবে কাজ করছিলেন তিনি। তার নেতৃত্বে দু'জন আইটি বিশেষজ্ঞ ছাড়াও সারা দেশে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জন সদস্য কাজ করছে। তারা সবাই আলাদা-আলাদা ফেসবুক পেইজ ব্যবহার করে উগ্র ধর্মীয় মতবাদ ছড়িয়ে দেন। এর মধ্যে কয়েকজন বিদেশ থেকেও বিভিন্ন ব্লগে লেখালেখি করেন। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে এজন্য তাদের প্রত্যেককেই সম্মানী (বেতন) দেয়া হয়ে থাকে। মামলার তদন্ত সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা পুলিশের এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে এসব তথ্য জানিয়েছেন। আইসিটি আইনে গ্রেফতারের পর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজতে আট দিনের রিমান্ডে রয়েছেন এম জিয়া উদ্দিন ফাহাদ। গোয়েন্দা সূত্র বলেছে, মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ রায় হত্যা মামলার সন্দেহভাজনের তালিকায় থাকা ১০ জনের মধ্যে ফাহাদের নামও রয়েছে।

এদিকে আটকের চার দিন পর এম জিয়া উদ্দিন ফাহাদকে গ্রেফতার দেখানোর বিষয়ে তার বাবা চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার সাধনখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খন্দকার ছমিউদ্দিনের অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছেন মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপ-কমিশনার (ডিসি) শেখ নাজমুল আলম। শনিবার যুগান্তরকে তিনি বলেন, ফাহাদকে তারা বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করেছেন। এর আগে কুমিল্লা জেলা পুলিশ কিংবা অন্য কেউ তাকে আটক করেছিল কিনা সে তথ্য তাদের জানা নেই। তিনি আরও বলেন, এর আগে গ্রেফতারকৃত ঢাকা মহানগর জামায়াতের আমির রফিকুল আলম খানের ছেলে রিফাত আবদুল্লাহ খানের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার এম জিয়া উদ্দিন ফাহাদকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করা হয়।

জিয়া উদ্দিন ফাহাদের বাবা খন্দকার ছমিউদ্দিন খান মিন্টো রোডে গোয়েন্দা কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের বলেন, গত ৯ মার্চ বিকালে সাদা পোশাকের পুলিশ কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের শিক্ষকদের আবাসিক ভবনে বসবাসরত বোনের বাসা থেকে ফাহাদকে আটক করে। আটক হওয়ার দু'দিন আগে ফাহাদ তার মাকে নিয়ে সদস্য : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

সদস্য : পেইড

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বোনের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল বলে তিনি জানান। অন্যদিকে শনিবার আবারও লেখক ও ব্লগার অভিজিৎ রায় হত্যাকাণ্ডে গ্রেফতারকৃত শফিউর রহমান ফারাবীর ফের পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। তথ্য প্রযুক্তি আইনে রাজধানীর রমনা থানায় দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে শনিবার দুপুরে ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজিরের পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নতুন করে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়। শুনানি শেষে আদালত তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এর আগে অভিজিৎ হত্যাকাণ্ডে শাহবাগ থানায় দায়ের হওয়া মামলায় ১০ দিনের রিমান্ডে ছিলেন ফারাবী।

এদিকে শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সেমিনারে লেখক অভিজিৎ রায় হত্যার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম। বইমেলা চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে এ হত্যাকাণ্ড মেনে নেয়া যায় না মন্তব্য করে 'দায়িত্বে গাফিলতির' জন্য দায়ী পুলিশ সদস্যদের ব্যবস্থা নিতে বলেন তিনি। ওই সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ মহাপরিদর্শক একেএম শহীদুল হক, অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মোখলেসুর রহমান, ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া, অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, একাত্তরে মুজিবনগর সরকারের গার্ড অব অনার প্রদানকারী মাহবুবউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। অভিজিৎ হত্যা মামলার তদন্তের সঙ্গে যুক্ত ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, চাঞ্চল্যকর ওই খুনের ঘটনায় সন্দেহভাজন যে কয়জনের নাম তারা পেয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন এম জিয়া উদ্দিন ফাহাদ। মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা ও লেখক অভিজিৎ রায়কে তিনি এর আগে বেশ কয়েক দফায় হত্যার হুমকি দিয়েছিলেন। ওই ঘটনার সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা যাচাই করে দেখা হচ্ছে বলে ওই গোয়েন্দা কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানিয়েছেন। এদিকে রিমান্ডের প্রথম দিনে ফাহাদ জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন বলে ওই গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানান। গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেছেন, ফাহাদ বাঁশের কেল্লা, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, আওয়ামী ট্রাইব্যুনাল, বাকশাল নিপাত যাক, আই এ্যাম বাংলাদেশী, ডিজিটাল রূপে বাকশাল, বিএএন বাঁশখালী নিউজ-২৪, ইসলামী অনলাইন এক্টিভিস্ট, তরুণ প্রজন্ম, বাঁশের কেল্লা (ইউএসএ), ভিশন-২০২১সহ প্রায় অর্ধশত ফেসবুক পেজের অ্যাডিটরিয়াল অ্যাডমিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিল। তার অধীনে সারা দেশে অন্তত ৩০ থেকে ৪০ জন কাজ করে। এর মধ্যে দু'জন আইটি বিশেষজ্ঞও রয়েছেন। জামায়াত-ইসলাম নিয়ন্ত্রিত এসব পেজে কাজ করার সুবাদে তারা প্রতিমাসেই মোটা অংকের টাকা বেতন পেয়ে থাকেন। ওই গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেছেন, কাদের মাধ্যমে এসব টাকা দেয়া হতো ফাহাদের কাছ থেকে সেসব প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

গোয়েন্দা সূত্র বলেছে, ভুয়া আইডি ব্যবহার করে বিচার বিভাগ, পুলিশ, লেখক এবং সাহিত্যিকদের দীর্ঘদিন থেকে ব্যঙ্গচিত্র ও হত্যার হুমকি দিয়ে আসছিল ফাহাদ ও তার সঙ্গীরা। ভুয়া ফেসবুক আইডি ও ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে ফাহাদ সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে ভিভিআইপি, দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, পুলিশ, সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও র‍্যাবসহ বিভিন্ন আইন-শৃংখলা বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন উস্কানিমূলক ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য গ্রাফিকসহ অন্যান্য সফটওয়্যার ব্যবহার করে তার উপরে ডিজাইন করে পোস্ট করত। এদিকে কোর্ট রিপোর্টার জানান, অভিজিৎ রায় হত্যা মামলায় গ্রেফতার প্রধান সন্দেহভাজন শফিউর রহমান ফারাবীকে তথ্য প্রযুক্তি আইনের একটি মামলায় ফের পাঁচদিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে বইমেলা থেকে ফেরার পথে রাত ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি এলাকায় অভিজিৎ ও তার স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যার ওপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। হাসপাতালে নেয়ার পর মারা যান অভিজিৎ। ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত তার স্ত্রী বন্যাকে আমেরিকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।